আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

MORNING NEWS BULLETIN

BENGALI

28 APRIL 2026 **7:45—7:55 PM**

---

(১) উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার আজ ঘোষিত ফলাফলে ৮১ দশমিক ৫-৪ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ/ পাশের হার কলা শাখায়- ৭৯ দশমিক ৫-৪, বাণিজ্য শাখায়- ৮১ দশমিক ১-৩ বিজ্ঞান শাখায়- ৮৯ দশমিক ৭-৯ শতাংশ/

(২) বরাক উপত্যকার তিন জেলায় পাশের হার- আশাব্যাঞ্জক/

(৩) আগামী বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা তিনটি শাখায় অনুষ্ঠিত হবে বলে আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের প্রকাশ/

এবং

(৪) জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ শর্মার জামিন আবেদনের রায় সংরক্ষিত/ দোসরা মে পরবর্তী শুনানি/

আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল আজ ঘোষণা করেছে । সামগ্রিকভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার ৮১ দশমিক ৫-৪ শতাংশ ।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন লক্ষ ২২ হাজার ৭২৫ জন পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলো । এরমধ্যে দুই লক্ষ ৬৩ হাজার ১৫৫ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । এই পরীক্ষায় মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪২৪ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে । সে অনুসারে ছাত্রীদের উত্তীর্নের হার ৮৩ দশমিক ৩-২ শতাংশ । অন্যদিকে মোট ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৯৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে । উত্তীর্ণের হার ৭৯ দশমিক ৫-৪ শতাংশ ।

কলা শাখায় মোট দুই লক্ষ ৪১ হাজার ১২৪ জন শিক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলো । এরমধ্যে এক লক্ষ ৯১ হাজার ৭৯৮ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । পাশের হার ৭৯ দশমিক ৫-৪ শতাংশ ।
বিজ্ঞান শাখায় মোট ৬০ হাজার ৬৭৭ জন শিক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলো । এরমধ্যে ৫৪ হাজার ৪৭৪ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । পাশের হার ৮৯ দশমিক ৭-৯ শতাংশ ।
বাণিজ্য শাখায় মোট ১৯ হাজার ৪৬৯ জন শিক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলো । এরমধ্যে ১৫ হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । পাশের হার ৮১ দশমিক ১-৩ শতাংশ ।
একইভাবে বৃত্তিমুলক পাঠ্যক্রম শাখায় মোট ১ হাজার ৪৬৫ জন শিক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলো ।এরমধ্যে এক হাজার ৮৭ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । পাশের হার ৭৪ দশমিক ১-৯ শতাংশ ।
যেসব শিক্ষার্থীরা উত্তরপত্র পুনরমূল্যায়ন করতে আগ্রহী তারা ফলাফল ঘোষণার দুদিন পর চালু হওয়া পোর্টেলের মাধ্যমে এরজন্য আবেদন করতে পারবে ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে এরকম- কাছাড় জেলায় কলা শাখায় পাশের হার- ৫৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ । এছাড়া বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় পাশের হার হচ্ছে- যথাক্রমে- ৮৮ দশমিক ১৪ এবং ৭৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ । কলা শাখায় মোট অবতীর্ণ বারো হাজার ৫৪১জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে- এক হাজার ৮০১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে- তিন হাজার ২৪৩ জন এবং তৃতীয় বিভাগে দুহাজার ৪৬১ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে । বিজ্ঞান শাখায়- মোট অবতীর্ণ দুহাজার ৪২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে এক হাজার ২৫৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭৮০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৯৭ জন পাশ করেছে । এদিকে বাণিজ্য শাখায় মোট অবতীর্ণ এক হাজার ১৪১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪১২ জন প্রথম বিভাগে, ৩৭০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১০২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ।

হাইলাকান্দি জেলায় বিজ্ঞান শাখায় পাশের হার হচ্ছে ৮১ দশমিক ১৭ শতাংশ । এছাড়া কলা ও বাণিজ্য শাখায় পাশের হার হচ্ছে- যথাক্রমে- ৬২ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং ৬৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ । এই জেলায় বিজ্ঞান শাখায় মোট অবতীর্ণ এক হাজার ৭৩জনের মধ্যে ৪৯১ জন প্রথম বিভাগে, ৩২২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৫৮জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে । কলা শাখায় পাঁচ হাজার ৩৬০ জনের মধ্যে ৯০০ জন প্রথম বিভাগে, এক হাজার ৩৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং এক হাজার ৮২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে । এদিকে বাণিজ্য শাখায় মোট অবতীর্ণ ২২১ জন

পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৯ জন প্রথম বিভাগে, ৪৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শ্রীভূমি জেলায় বিজ্ঞান শাখায় ৯২ দশমিক ৩-২ শতাংশ, কলা শাখায় ৭৯ দশমিক ৭-৩ এবং বাণিজ্য শাখায় ৭৩ দশমিক ৫-৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । এই জেলায় বিজ্ঞান শাখায় অবতীর্ণ এক হাজার ৬৪১ জনের মধ্যে এক হাজার ১৩৯ জন প্রথম বিভাগে, ৩৩৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে । বাণিজ্য শাখায় অবতীর্ণ ৪৯৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২০৬ জন প্রথম বিভাগে, ১১১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে । এছাড়া কলা শাখায় মোট অবতীর্ণ ৯ হাজার ২০২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুই হাজার ৫১১ জন প্রথম বিভাগে, তিন হাজার ৩৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং এক হাজার ৭৯৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ।

আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ- ডিভিশন- টু পরিচালিত এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরক্ষার ফলক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পর্ষদের অধ্যক্ষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী শিক্ষা বর্ষ সম্পর্কে বেশকয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করেছেন । তিনি জানিয়েছেন যে- ২০২৭ বর্ষের পরীক্ষা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃত্তিমুখী শাখা বিলুপ্ত করা হবে বলে জানিয়ে তিনি বলেন যে- এখন থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেবল কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা থাকবে । শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হলে ন্যুনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর লাভ করতে হবে । তিনি বলেন যে- আগামী বছর থেকে তিনটি গ্রুপে বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত করা হবে । কলা শাখার শিক্ষার্থীদের সি গ্রুপ থেকে একটি দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে । সাধারণ অধ্যয়ন বিষয়টি সবার জন্য সপ্তম বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন । একাডেমিক ক্যালেন্ডারে জুবিন গর্গের বাণী সন্নিবিষ্ট করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । অধ্যক্ষ আরো জানান যে- আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি উন্নত ফলাফলের জন্য এক বা ততোধিক অথবা সবকটি বিষয়েই পরীক্ষায় পুনরায় অবতীর্ণ হতে পারবে । কম্পার্টমেন্টাল বলে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবেনা বলেও তিনিব জানিয়েছেন । পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দুমাস পর বিশেষ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে । দুটোর বেশি বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থী ফেল করলে তাকে নতুন করে ভর্তি হতে হবে । আগামী দুসপ্তাহের মধ্যে নতুন ভর্তির পোর্টাল খোলা হবে । উল্লেখ্য- এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান হিসেবে কোনো শিক্ষার্থীর

নাম ঘোষণা করা হয়নি । চলতি বর্ষে ভালো প্রদর্শন করতে না পারা ৪৯টি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিলের চিনতা-চর্চা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন । আগামী শিক্ষাবর্ষ সম্পর্কে আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের অধ্যক্ষ জানান-

#বাইট#

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য এন সি ই আর টি অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত পাঠ্যপুথির উপলভ্যতা ,মুদ্রণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করেন । শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে মন্ত্রী শ্রী প্রধান বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলে কত বই মজুত রয়েছে সে বিষয়ে মূল্যায়ন করেন । বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সময়মতো পাঠ্যবই লাভ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য কর্তৃপক্ষ ও বিতরণ সংস্থাসমূহের সমন্বয়ের দিকে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি মুদ্রন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সহ শেষ পর্যায়ের বিতরণ প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন । ছাত্র ছাত্রীরা ছাপা পাঠ্যবই লাভ না করা পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন ব্যাবস্থা হিসেবে ই-পাঠশালার মাধ্যমে ডিজিটেল পাঠ্য বই উপলব্ধ হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে ধারাবাহিক শুনানী অব্যাহত থাকাকালীন আজ আদালতে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সিদ্ধার্থ শর্মার জামিন আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় । আদালত সিদ্ধার্থ শর্মার রায় সংরক্ষিত রেখেছে । আগামী দোসরা মে জামিন আবেদনের রায়দান করা হবে । আজকের শুনানীতে জুবিন গার্গের সব সম্পত্তি গরিমা গার্গের নামে হস্তান্তরের জন্য আবেদন জানানো হয় ।

চলতি বছরের পদ্ম পুরস্কারের জন্য আগামী ৩১ শে জুলাই মনোনয়ন পত্র গ্রহণের শেষ দিন ধার্য্য করা হয়েছে ।এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন বা পরামর্শ কেবল জাতীয় পুরস্কার পোর্টেলে অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে । ১৯৫৪ সাল থেকে আরম্ভ হওয়া এই পদ্ম পুরস্কারসমূহ প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ঘোষনা করা হয় । বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট তথা ব্যাতিক্রমী ব্যাক্তিদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । কলা ,সাহিত্য ,শিক্ষা ,ক্রীড়া ,চিকিৎসা ,সমাজসেবা , বিজ্ঞান

, জনসংযোগ ,অসামরিক সেবা ইত্যাদিতে প্রদান করা অনবদ্য সেবার জন্য পদ্মবিভূষন ,পদ্মভূষন ও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী চৌঠা মে অনুষ্ঠেয় বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে । জেলা আয়ুক্ত আয়ুষ গর্গ আজ তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে চৌঠা মে শিলচর রামনগর আই এস টি টি-তে স্ট্রং রুম সকাল ৭টায় খোলা হবে । সকাল ৮টা থেকে প্রথমে পোষ্টাল ব্যালট ও সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ই ভি এম-এর ভোট গননা প্রক্রিয়া শুরু হবে । জেলা আয়ুক্ত শ্রীগর্গ জানান যে জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গননা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪টি করে টেবিল থাকবে । একমাত্র কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২১ রাউন্ডে ভোট গননা সম্পূর্ন করা হবে , বাকী বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ১৬ থেকে ১৭ রাউন্ডে গননা সম্পূর্ন হবে বলে জেলা আয়ুক্ত জানিয়েছেন ।

গননা প্রক্রিয়ায় ৭শ জন গননা কর্মীকে নিয়োজিত করা হয়েছে বলে জেলা আয়ুক্ত জানান । জেলা আয়ুক্ত শ্রীগর্গ আরো জানান----

বাইট

কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী চৌঠা মে ভোট গণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে ভোট গণনা কেন্দ্র ও সংলগ্ন এলাকায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি তদারকির দায়িত্ব কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করা হয়েছে ।
এই দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে শিলচর সদর রাজস্ব চক্রের চক্র আধিকারিক অর্নব কুমার বরুয়া , ধলাই-র সহকারী আয়ুক্ত রজনীশ শর্মা , সহকারী আয়ুক্ত ভায়োলিনা বরুয়া , সহকারী আয়ুক্ত অনিন্দিতা দাস , বড়খলার খন্ড উন্নয়ন আধিকারীক বিষু দাস , সহকারী কার্যবাহী বাস্তুকার অভিষেক পান্ডে রয়েছেন ।

শ্রীভূমি পূর্ত বিভাগের সড়ক ডিভিশন শাখার কার্যবাহী বাস্তুকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে আনিপুর বাজারে সিংলা নদীর উপর নির্মিত ফুট ব্রিজের নীচে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই ফুটব্রীজ দিয়ে পথচারীদের চলাচল বন্ধ করা হয়েছে । বিজ্ঞপ্তীতে জানানো হয়েছে যে জনসাধারনের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ফুটব্রীজ

তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করা হয়েছে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সেতুর উপর দিয়ে পথচারীদের চলাচল বন্ধ থাকবে ।